কঠোর লকডাউনের প্রথম দিন জনশুন্য মুজিবনগর

মেহেরপুর জেলায় খুব দ্রুত আকারে করোনা সংকট বৃদ্ধি পাওয়ায় আগামী ১ সপ্তাহের কঠোর লকডাউনের প্রথম দিনে জনশুন্য মুজিবনগর। মুজিবনগর উপজেলার কেদারগন্জ বাজার প্রাঙ্গনে তারই বাস্তব চিত্র দেখা যায়। অতি প্রয়োজন ছাড়া কাউকে বাইরে বের হতে দেখা যায় নি।

তবে সকাল থেকে পুলিশ সদস্যদের তদারকি করতে দেখা গেছে। এছাড়া সেনাবাহিনির একটি টহল টিম মুজিবনগর এসেছে।
এ সময় রাস্তায় যারা অযাথা ঘোরাঘুরি করছে তাদের বাসায় অবস্থান করা ও মাস্ক পরিধানসহ সচেতনতা অভিযান চালাই।
সব মিলিয়ে কেদারগন্জ বাজারের অবস্থা স্বাভাবিক।

মেহেরপুরে সেনাবাহিনীর টহল শুরু

করোনার সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে সারা দেশে শুরু হয়েছে কঠোর লকডাউন। বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা থেকে শুরু হওয়া এই লকডাউন ৭ জুলাই মধ্যরাত পর্যন্ত চলমান থাকবে। কঠোর লকডাউন কার্যকর করতে পুলিশ, বিজিবির পাশাপাশি সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

কঠোর লকডাউনে দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে সেনাবাহিনীর একটি টিম ইতোমধ্যে মেহেরপুর এসে পৌঁছেছে। যশোর সেনানিবাস ১৭ ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্টের সিও লেফটেন্যান্ট কর্ণেল রিয়াজুল ইসলামের নেতৃত্বে সেনা সদস্যরা মেহেরপুরে এসে পৌঁছান।

জেলায় কঠোরভাবে লকডাউন বাস্তবায়ন করার লক্ষে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে শহরসহ জেলার ৩ উপজেলায় সেনাবাহিনী লকডাউন সফল করতে দুপুরের পর থেকেই মাঠে নামবেন বলে জানা গেছে।

মেহেরপুরে নতুন করে আরও ৬৬ জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে আরও ৬৬ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে সদর উপজেলায় ২৬ জন, গাংনীতে ৩৫ জন এবং মুজিবনগরে ৫ জন।

বুধবার রাতে মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। সূত্রে আরও জানা গেছে, নতুন প্রাপ্ত রিপোর্ট ১৪২টি। তারমধ্যে ৬৬জন করোনা পজিটিভ।

এনিয়ে বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় করোনা পজেটিভ এর সংখ্যা ৫১৪ জন। তার মধ্যে সদরে ১৯৬ জন, গাংনীতে ২২১ জন এবং মুজিবনগরে ৯৭ জন। এ পর্যন্ত মেহেরপুরে মারা গেছেন ৫১ জন। মৃতদের মধ্যে সদরে ১৯ জন, গাংনী ২০ জন ও মুজিবনগরে ১২ জন।

এসময় তিনি সবাইকে সামাজিক দূরত্ব, নিয়মিত সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোবার অভ্যাস, মাস্ক ব্যবহার, জন সমাগম এড়িয়ে এবং হাঁচি-কাশির শিষ্ঠাচার ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহবান জানান।

মেহেরপুর শিশু পরিবারে মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটনের জন্মদিন পালন

মেহেরপুর পৌর সভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটনের ৪১তম জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে মেহেরপুর সরকারি শিশু পরিবারে বালকদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী এবং মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে।

বুধবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদ রানার নেতৃত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহ সভাপতি আব্দুল বাসেদ অভিক সহ ছাত্রলীগকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠান শেষে পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটনের দীর্ঘায়ু কামনা জন্য মোনাজাত করা হয়।

মেহেরপুরে করোনায় বাড়ছে মৃত্যুর মিছিল

মেহেরপুরে করোনা আক্রান্ত হয়ে প্রতিনিয়তই লম্বা হচ্ছে মৃত্যুর মিছিল। মহামারি করোনাভাইরাসে মেহেরপুরে আরও ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে । মঙ্গলবার মধ্যরাত থেকে বুধবার সকাল পর্যন্ত মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আইসোলেশনে ৩ জন ও করোনা ওয়ার্ডে একজনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে পুরুষ ২ জন ও নারী ২ জন।

জানাগেছে করোনা উপসর্গ নিয়ে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে করোনা ওয়ার্ডে ভর্তি হওয়া মেহেরপুর পৌর এলাকার শেখপাড়ার হায়াত শেখের স্ত্রী রশিদা খাতুন (৭০), মুজিবনগর উপজেলার যতারপুর গ্রামের আলাউদ্দিনের ছেলে পলাশ (৫৫) একই উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামের মোহর আলী ছেলে শাহাব উদ্দিন (৭০) এবং গাংনীর ফরমানের স্ত্রী মর্জিনা খাতুন (৫৫) মৃত্যুবরণ করেন।

মেহেরপুরে ২৪ ঘন্টার ব্যবধানে

ভাই বোনের মৃত্যু

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপিতে গত ২৪ ঘন্টার ব্যবধানে ভাই সৌদি প্রবাসী ইসলাম আলী (৫২) ও বোন ফজিলা খাতুন (৫৫) এর মৃত্যু হয়েছে। তারা আমঝুপি ষষ্টিতলা পাড়ার মৃত তাহাজ উদ্দিন এর ছেলে ও মেয়ে। জানা গেছে গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৯টার দিকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বোন ফজিলা খাতুনের মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে ভাই ইসলাম আলী বোনকে দেখতে হাসপাতালে যান। বোনের মৃত্যু সহ্য করতে না পেরে ইসলাম আলী হাসপাতালেই স্ট্রোক করেন। পরে হাসপাতালে চিকিৎসা শেষে ইসলাম আলীকে বাড়িতে নেওয়া হয়। আজ বুধবার সকালে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে রাজশাহী নেওয়ার পথে গাংনীর বামুন্দী নামক স্থানে পৌছালে ইসলাম আলী মৃত্যুবরণ করেন। ফজিলা খাতুন দুই সন্তানের জননী এবং ইসলাম আলী দুই ছেলে ও এক মেয়ের জনক।
আজ বাদ আসর আমঝুপি আলিম মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে জানাজা শেষে তাদের দাফন করা হবে। এ ঘটনায় তাদের পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

মেহেরপুরে নতুন করে ৫৭ জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে আরও ৫৭ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে সদর উপজেলায় ৩৬ জন, গাংনীতে ১৪ জন এবং মুজিবনগরে ৫ জন। দুইটি রেফার।

মঙ্গলবার রাতে মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। সূত্রে আরও জানা গেছে, নতুন প্রাপ্ত রিপোর্ট ১১৪টি। তারমধ্যে ৫৭জন করোনা পজিটিভ।

এনিয়ে বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় করোনা পজেটিভ এর সংখ্যা ৪৯৭ জন। তার মধ্যে সদরে ১৯৬ জন, গাংনীতে ২০৩ জন এবং মুজিবনগরে ৯৮ জন। এ পর্যন্ত মেহেরপুরে মারা গেছেন ৪৮ জন। মৃতদের মধ্যে সদরে ১৭ জন, গাংনী ১৯ জন ও মুজিবনগরে ১২ জন।

এসময় তিনি সবাইকে সামাজিক দূরত্ব, নিয়মিত সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোবার অভ্যাস, মাস্ক ব্যবহার, জন সমাগম এড়িয়ে এবং হাঁচি-কাশির শিষ্ঠাচার ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহবান জানান।

মেহেরপুরের আমঝুপিতে হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে ভ্যান ও টিউবওয়েল বিতরণ

হতদরিদ্র পরিবারকে আত্বনির্ভরশীল ও স্বাবলম্বী করতে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর সহযোগিতায় বিশেষ বরাদ্দের আওতায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক ভ্যান ও টিউবওয়েল বিতরণের আয়োজন করে। এ সময়ে বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে উপকারভোগীদের মাঝে ভ্যান ও টিউবওয়েল বিতরণ করেন মউক এর নির্বাহী প্রধান আশাদুজ্জামান সেলিম। এ কর্মসুচীর মাধ্যমে সদর উপজেলার হিজুলী গ্রামের ১০জন হতদরিদ্র পরিবার ভ্যান পেয়ে তারা নিজস্ব আয়ের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়ে তাদের দৈনন্দিন আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে জানা যায়। একই অনুষ্ঠানে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে ১০জন দরিদ্র পরিবারের মাঝে টিউবওয়েল বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুরে বজ্রপাতে কৃষক নিহত,আহত দুই জন

আজ (২৯ জুন) মঙ্গলবার বেলা বারোটার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার উজুলপুর গ্রামের মাঠে ধানের বীজতলায় কাজ করার সময় বজ্রপাতে জিয়ারুল ইসলাম (৪৫) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। সাথে থাকা আরও দুই কৃষক মফিজুল ইসলাম ও হাবিবুর রহমান মারাত্বক আহত হয়েছেন ।

মাঠে কর্মরত স্থানীয়র কৃষকরা তাদেরকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক জিয়ারুল ইসলামের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

নিহত জিয়ারুল ইসলাম মেহেরপুর সদর থানাধীন উজুলপুর গ্রামের জাফর আলীর ছেলে।

স্থানীয় সুত্রে জানা যায়, কৃষক জিয়ারুল ইসলাম ও তার দুই সহযোগী মফিজুল ও হাবিবু রহমান বৃষ্টির মধ্যে মাঠে ধানের চারা তুলছিলেন। এমন সময় তাদের পাশে বজ্রপাতের ঘটনা ঘটলে কৃষক জিয়ারুল ইসলাম ঘটনা স্থলেই মৃত্যু বরণ করেন। আহত হয় সাথে থাকা দুজন। এসময় স্থানীয়রা উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক জিয়ারুল ইসলামকে মৃত ঘোষনা করেন।এবং আহতদেরকে চিকিৎসা প্রদান করেন। নিহত কৃষক জিয়ারুলের মৃত্যের ঘটনায় পরিবারে নেমে আসে শোকের মাতম। জিয়ারুলের পরিবারে তিনিই একমাত্র কর্মক্ষম ব্যাক্তি বলে জানায় প্রতিবেশি রেজাউল হক।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত (ওসি) শাহ দারা জানান,উজুলপুর গ্রামে বজ্রপাতে একজনের মৃত্যু সহ দুজন আহত হয়েছে। মৃত জিয়ারুল ইসলামের মরদেহ দাফনের জন্য পরিবারের সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে করোনা ওয়ার্ডের রেড জোনে রোগীর স্বজনদের ভীড়

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে করোনা ওয়ার্ডের রেড জোনে ভর্তি থাকা করোনা রোগীদের সংস্পর্শে থাকা স্বজনদের অবাধে চলাফেরা লক্ষ্য করা গেছে। গতকাল সোমবার সকালে সরেজমিনে দেখা যায় হাসপাতালের করোনা ওয়ার্ডের রেড জোনে করোনা রোগীর স্বজনদের

ভীড়। অনেকেই রোগীদের স্পর্শ করছেন, পাশে বসে আছেন আবার অনেকে একত্রিত হয়ে দাড়িয়ে আছেন। তাদের মধ্◌েয নেই কোন শারীরিক দুরুত্ব। হাসপাতালে থাকা রোগীদের সংস্পর্শে আসছেন তাঁদের সকলেই। বিভিন্ন অজুহাতে তাঁরা যখন-তখন রোগীর কাছে যাচ্ছেন। স্বাস্থ্য সুরক্ষাসামগ্রী ব্যবহার করছেন না। পাশে বসে রোগীর সাথে কথা বলছেন।

আবার যখন-তখন চিকিৎসক ও নার্সদের কক্ষে ঢুকে পড়ছেন। এতে করে ওই ব্যক্তিদের মাধ্যমে হাসপাতালের অন্য রোগী, তাঁদের স্বজনেরা, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের শরীরে করোনা সংক্রমিত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ছে। এছাড়াও হাসপাতালের বহিঃবিভাগে করোনার নমুনা পরীক্ষা করতে আসা মানুষগুলো আর সাধারণ রোগীদের কাছে ও যেখানে সেখানে বসে থাকছেন। এদিকে মেহেরপুরে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। নতুন করে আরও ৮১ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে সদর উপজেলায় ২৫ জন, গাংনীতে ৩৯ জন এবং মুজিবনগরে ১৭ জন। এনিয়ে বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় করোনা পজেটিভ এর সংখ্যা ৪৮৫ জন। তার মধ্যে সদরে ১৯১ জন, গাংনীতে ১৯৬ জন এবং মুজিবনগরে ৯৮ জন। এ পর্যন্ত মেহেরপুরে মারা গেছেন ৪৬ জন।

এবিষয়ে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) মকলেছুর রহমান জানান, আমরা রোগী ও তাদের স্বজনদের বলি কিন্তু কে শোনে কার কথা। একজন মুমূর্ষ রোগী বা তার স্বজনদের সাথে তো বাকবিতন্ডা করা যায় না। ওখানে আমাদের নার্স আছে, ওয়ার্ডবয় আছে, তারা তাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করে কিন্তু পেরে ওঠেনা। করোনার শুরু থেকেই আমরা এখানে একজন পুলিশ অথবা আনসার সদস্য চেয়েছিলাম কিন্তু আজও পাইনি। এব্যাপারে আমরা সবসময়ই সক্রিয় আছি। আসলে সংশ্লিষ্ট সকলে সচেতন না হলে তো হয় না। আমরা মাস্কই পরাতে পারলাম না সাধারণ মানুষকে।

হাসপাতালেই কয়জনের মুখে মাস্ক থাকে বলেন, অথচ সকলেই জানে এখানে করোনা আক্রান্ত রোগী আছে, রোগী আসছে, কেউ ভালো হচ্ছে আবার কেউ কেউ মারাও যাচ্ছে। আমরা রাষ্ট্রীয়ভাবে সাধারণ মানুষের কাছে হেরে যাচ্ছি। মানুষ জানে হাসপাতালে করোনা রোগী আছে, অনেকে করোনা রোগীদের কষ্ট দেখছে। এরপরেও মানুষ যদি সচেতন না হয়, তাহলে কিভাবে সচেতন করা যাবে। আমরা মানুষের আচার-আচরণ দেখে খুবই হতাশ।